জীবনান্তিক

অশোক রায়চৌধুরী

গাড়িটা হাসপাতালের গেটে ঢুকাবার মুখেই লোকটা লাফিয়ে এসে পড়ল বনেটের ওপর। বনেটে লেগে ছিটকে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মাথা ফাটল। রক্ত। ইমার্জেন্সি। গজ। ব্যান্ডেজ। আয়োডিন এবং স্টিচ। হাসপাতালের কয়েকজন মস্তান মতো ছেলে ছুটে এসে শিকারি কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে জামার কলার ধরে একজন বলল—'পাঁচশো'। অন্যজন—'আরও বেশি ডিমান্ড কর।' অর্থাৎ ডিমান্ড ফর কনপেনসেশন। অগত্যা পকেটে হাত দিয়ে মানিব্যাগটা বের করতে যাব, এমন সময় ইমার্জেন্সি থেকে বেরিয়ে এল সিনিয়র ও-ডি, ডাক্তার তন্ময় ভট্টাচার্য, আমার বাল্যবন্ধু।—'কী রে তুই এখানে? এনি প্রবলেম? ঘটনাটা বললাম। শুনেই ও একটা অট্টহাসি হেসে বলে উঠল—ওহ, ও ব্যাটা আজকে আবার সিন্ ক্রিয়েট করেছে। এবারের ভিকটিম তুই। ওতো গত দশ বছর ধরে এই প্রফেশনে আছে, অর্থাৎ Get injury and take money. অদ্ভুত পেশা। ও ব্যাটাকে আজ মজা দেখাচ্ছি।

আমাদের কথোপকথন শুনে মস্তান মার্কা ছেলেগুলো মুহূর্তে হাওয়া। আহত লোকটা ইমার্জেন্সির এগ্‌জামিনেশন টেবিলে শুয়ে শুয়ে সব শুনছিল। হঠাৎ টেবিল থেকে লাফিয়ে নেমে ডাক্তার ভট্টাচার্যের পায়ে পড়ে গেল। বলল—ভুল হয়ে গেছে স্যার, সেমসাইড্-সেমসাইড। মাফ করে দিন। আর এমনটি হবে না। বৌ, ছেলে মেয়ে দুটো আজ সারাদিন না খেয়ে আছে, উপায় কী। এই বলে নিমেষে সেও ধাঁ।

পথমঞ্জরী

অঞ্জনা রেজ ভট্টাচার্য

মৃন্ময় আর গীতার সংসারে অহরহ গৃহবিবাদ। মৃন্ময় তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। বিয়ের প্রায় এক যুগ পরেও স্বামীকে রাজি করাতে পারে না। ঝাঁঝের সঙ্গে গীতা বলে—মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে একটা শিশু দত্তক নিয়ে এসো। একটু নতুনভাবে বাঁচি। কিন্তু কে কার কথা শোনে। সারাদিন রুগীর পরিচর্যা করতে করতে অতিষ্ঠ। মৃন্ময়ের সেই এক গোঁ। অনাথ? কক্ষনো ভালো হয় না। কার না কার রক্ত। আমার তো শুনলেই ...। এই নিয়ে সংসারে তাপ বাড়ে। একসময় দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।

অগত্যা নিরুপায় মৃন্ময় রাখতে আসে মা-কে বৃদ্ধাশ্রমে।

একটু হেসে ইনচার্জ নিরুপমাদেবী মাকে বলেন—তুমি। মৃন্ময় দ্রুত বলে ওঠে—আপনি মাকে চেনেন? হ্যাঁ আমরা একই অনাথ আশ্রমে কাজ করতাম। সরমাদি বয়সে আমার থেকে বড়। আজ থেকে তা প্রায় একচল্লিশ বছর আগে। একটি অনাথ ছোট্ট ছেলেকে ভালোবেসে কাজ ছেড়ে সংসার বাঁধেন। মৃন্ময় চমকে ওঠে। নিজের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে।